শেয়ারবাজারে আপনি যেভাবে তৎপর হতে পারেন

সমর রায়

একেবারেই হিসাবমাফিক চলছে শেয়ার বাজার। কমা বা বাড়ার গতি প্রায় একই। দু'দিন কমলে একদিন বাড়ছে, আবার দু'দিন বাড়লে একদিন কমছে। এতে করে সার্বিক মূল্য সূচকটিও প্রায় একই কেন্দ্রের কাছাকাছিই উঠা-নামা করছে। সাধারণ বিনিয়োগকারী অবশ্য এ ধরনের পরিস্থিতিতে খুব বেশী খুশী নন। কারণ, বাজারের ক্রমাগত উঠতিভাবই তারা চান। কিন্তু শেয়ার বাজারের বাস্তবতায় এমন ভাব বেশিদিন কোথাও থাকে না। উঠতি-পড়তি মিলেই তো শেয়ার বাজার। তবে এদেশের পুরো শেয়ার বাজারটি একেবারেই ব্যতিক্রম। এখানে উঠার গতিতে যেমন লাভের হিসাবটি সীমিত রাখে তেমনি নামার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ ধরনের অবস্থায় বিনিয়োগকারী তার হিসাবের গতিটি বুঝেই চলতে চেষ্টা করতে পারেন। বিশ্বের শেয়ার বাজারের বাস্তবতা তো একেবারেই ভিন্ন। মাঝে-মধ্যে এর চলার গতিতে বিনিয়োগকারী খেই হারিয়ে ফেলে. এমনকি অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার মত অবস্থাও দেখা দেয়। কিন্তু এদেশের আকস্মিক ঘটনা বলে শেয়ার বাজারের দিনলিপিতে একেবারেই নাই বললেই চলে। এ ধরনের সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও বিনিয়োগকারীরা একেবারেই অসহায় অবস্থায় পথ চলেন। কারণ, তাকে হত ধরে চালনোর মত কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারী স্বস্তিতে চলবে তাতো বলাই যায় না। কারোর নামে পেশাজীবী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপনার কোন তৎপরতা নেই। রাজনীতি যদিও অর্থনীতির পরিপূরক উপাদান, এরপরও এখানে রাজনীতির লাগামহীন চলার গতিতে কেন জানি অর্থনীতিও মানিয়ে নিয়েছে। কাজেই রাজনীতির প্রভাবে নতুন করে অর্থনীতি আর তেমন প্রভাবিত হয় না। এমনকি সরকারী নীতিমালার তাছির চলাচলও অর্থনীতিতে তেমন কোন আকস্মিক ঘটনার জন্ম দিতে পারে না। শেয়ার বাজার যদিও অস্থির চলাফেরার একটি জায়গা হওয়ার কথা কিন্তু তা আর হচ্ছে না। নীতি-নির্ধারণী মহল এমনি অবস্থায় বেজায় খুশী। আর দেশের জনগণের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার যেন তেমন প্রস্তুতি নেই, মানিয়ে চলা অথবা নিজেকে সরিয়ে চলা এই তো এদেশের জীবন। শেয়ার সার্টিফিকেটের বিপরীতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হলেও ইদানীং জাল শেয়ার সার্টিফিকেট নাকি একাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি যত সহজে বলা হচ্ছে বাস্তবে করা তত সহজ নয়। নিশ্চয়ই ব্যাংক কোম্পানীর ভেরিফাই করা ছাড়া কোন সার্টিফিকেট জমা নেবেন না, আর যদি নেন তবে এর দায় কোম্পানীর উপরেই বর্তাবে, ঋণগ্রহণকারীর উপর বর্তমানের কোন সুযোগ নেই। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাজারের বেশিরভাগ শেয়ারই কি জাল? তা না হলে এতো জাল শেয়ার কোথায় পাওয়া যাবে? অথবা ঋণগ্রহণকারী তা মেশিনে ছাপিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই এ বিষয়টি একেবারেই কোন মহলের অশুভ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। আসল ঘটনা এমন হওয়া খুবই কঠিন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ দেয়ার আগে সার্টিফিকেট আসল কি নকল তা সহজেই যাচাই করতে পারেন। বিশেষ করে প্রতি সর্টিফিকেটের কোম্পানীর শেয়ার অফিসে রয়েছে এবং তা যাচাইয়ে বেশি সময় লাগার কথা নয়। এখন কথা হলো যে, ব্যাংক কর্মকর্তারা কি এই বিষয়টি জানেন না, নাকি জেনেও তা করতে চান না, এমন প্রশ্ন আজ অনেকের মনে দেখা দিয়েছে।

ব্যাংকঋণ বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়াতে সহায়তা করার কথা, কিন্তু তা কতটুকু করছে এই হিসাবটিই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মনিটর করতে হবে। নইলে এ প্রক্রিয়ায় ঋণ দেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হাসিল হবে না। শেয়ার সার্টিফিকেটের বিপরীতে ঋণ নিয়ে তা যদি অন্যখাতে কাজে লাগানো হয় তবে এ ঋণ দেয়ার বিষয়টি নিয়ে বিকল্প ভাবতে হবে। বাজার যখন পড়তিভাবে ক্রমাগত চলে তখন নীতি-নির্ধারণী মহল কিছুটা চাপের মুখে পড়েন। এই থেকে উত্তরণ পাবার জন্য তা তখন সংশ্লিষ্টদের কোন কোন দাবীর কাছে মাধা নুইয়ে থাকেন। নীতি-নির্ধারণী মহল মাথা নোয়ানোর আগে দাবি মানার দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর রাখতে পারেন।

এই সীমিত অস্থির বাজারে শীঘ্র বাংলাদেশ অনলাইন লিমিটেড (বিওএল) তালিকাভুক্ত হতে যাচ্ছে। অনেকে এই শেয়ার নিয়ে বেশী আশাবাদী। বেক্সিমকো গ্রুপের সাম্প্রতিক শেয়ার বাজার পরিস্থিতি তেমন ভাল না হলেও এর অবস্থা ভাল হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এটি দেশের প্রথম শেণীর আইএসপি কোম্পানী হয়েও বাজারে এটি দ্বিতীয়। প্রথমটি হচ্ছে রাসপিত ডাটা। এর বাজার পরিস্থিতি মোটামুটি হলেও এর ব্যবসা পরিস্থিতি কেমন তা হয়তো অনেকেই জানেন না। একই সূত্র ধরে এ ধরনের আরও কোম্পানী বাজারে তালিকাভুক্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, 'জেড' গ্রুপে থেকেও সাইনপুকুরের লেনদেন বাজারের শীর্ষ বিশ তালিকায় থাকার স্থান করে দিয়েছে। তবে অন্যান্যের লেনদেন কমে যাওয়ায় অবশ্য এমন অবস্থা হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংক ও সিমেন্টে কোম্পানীর লেনদেন কিছুটা কমেছে। তবে শীর্ষ বিশের তালিকার সদস্যরা প্রায় একই রয়েছে, শুধু পরিবর্তন হয়েছে এদের অবস্থান। এই পরিস্থিতিতে সবচে পিছিয়ে পড়েছে বেক্সিমকো ফার্মা। এদিকে বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে দুটো ইনসুরেন্স কোম্পানীর লেনদেন। প্রাইম ইনসুরেন্স ও পাইওনিয়ার ইনসুরেন্স উভয়ের লেনদেন বেশ ভালো। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রতি বিনিয়োগকারী আগ্রহী তবে কাজটি ভালোই বলা চলে। তবে অন্যান্য ইন্সুরেন্স কোম্পানীর লেনদেন একেবারেই কম, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই দুয়ের কেন এতো লেনদেন তা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। তবে এই তৎপরতা আরো ক'দিন চলবে বলে অনেকে আশা করছেন। বাজারের বেশদিন যাবৎ রোজ হেভেন বল পেনের লেনদেন ভালো। এই যে বাড়তি লেনদেন কেন হচ্ছে তা কোন আপত্তিও হয়তো এর অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বাজার পরিস্থিতি বোঝার জন্যে সার্বিক মূল্যসূচক ব্যবহৃত হলেও আপনিও কিন্তু শেয়ার প্রতি হিসাবটি বুঝে নেবেন। সূচক না নড়াচড়া করলেও শেয়ার প্রতি হিসাবটি কিন্তু প্রায়ই পরিবর্তন হচ্ছে। শেয়ার প্রতি মূল্য বাড়া যেমন আপনার জন্য আকর্ষণীয় সংবাদ, কিন্তু কথার গতিপ্রকৃতি জানাও আপনার জানা দরকার। দেখুনতো কেউ কেউ কমার হিসাবেও লাভ অংককে নিজের হিসাবে যোগ করেছেন কিনা, যদি খুঁজে পান তবে তার তৎপরতার ছকটি জানার চেষ্টা করুন। মনে রাখচেন বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে যারা প্রতিদিনই কম-বেশী অংশগ্রহণ করছেন তা কিন্তু মাস শেষে নিজের হিসাবে লাভের অংকই গুনছেন। আপনার কেনা শেয়ারের হিসাবটি শুধু প্রতিদিনের স্টক এক্সচেঞ্জের কোটেশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই চলবে না, প্রতিদিন না পারলে সপ্তাহের বেশিরভাগ বাজারের পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন দেখবেন হিসাব শুধু হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাস্তবে পকেটে কিছু টাকাও আসবে।

চাল আমদানীর জন্য ৬২৫ কোটি টাকার এলসি

২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক স্থাপিত আমদানী ঋণপত্রসমূহের মূল্য দাঁড়ায় ৪৮১৮১.৩০ কোটি টাকা (৮৯২৯.০৮ মিঃ মার্কিন ডলার) যা পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের একই সময় অপেক্ষা টাকার হিসাবে ১৮.৫৯% এবং ডলারের হিসাবে ১০.৬১% অধিক।

(কোটি টাকায়)

পণ্য	জুলাই, ২০০০-জুন, ২০০১-এ স্থাপিত আমদানী ঋণপত্রসমূহের মোট মূল্য	অনিষ্পন্ন আমদানী ঋণপত্রসমূহের ৩০শে জুন, ২০০১ তারিখে মোট অংক
চাল	৬২৪.৬১	৬৫.৩৪
গম	৭৫১.২১	১২৫.৫৯
চিনি	৫৫৪.৮৭	১৭১.৯২
ডাল (সর্বপ্রকার)	৩২২.৩৩	২৬.৪৭
দুগ্ধজাত দ্রব্য	৩৬৫.০২	৫৪.১৯
ভোজ্য তৈল	১০৯৭.৯০	১৭৭.৩৭
(ক) অপরিশোধিত	৯৬৫.৩২	১৭২.৭২
(খ) পরিশোধিত	১৩২.৫৮	৪.৬৫
তৈল বীজ/রেপ সীড	৪২৮.৩২	১৬.৮৫
তুলা ও কৃত্রিম তন্তু	২০৮৪.৬৪	৪৯৫.২৪
সুতা (কটন, কৃত্রিম, মিশ্র)	১০৪১.২৪	২৮৬.৩২
টেক্সটাইল ফেব্রিক্স ও পোশাক শিল্পের অ্যাক্সেসরিস	১১৯৫৮.২২	৩৮০৫.৩৩
ঔষধ	২৯৯.৬২	১০০.৯৮
পি.ও.এল	৪৫৮২.২৮	১০৬১.৪৯
রাসায়নিক দ্রব্য	৩৪৯৫.২১	৫৯৩.৮৩
(ক) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল	৭১৬.৪১	১২০.৩৮
(খ) সার	৮৮০.৫৪	১২৯.৮৮
(গ) অন্যান্য	১৮৯৮.২৬	৩৪৩.৫৭
কয়লা ও কোক	২২১.০৯	২৬.৩৫
সিমেন্ট	২২১.২৮	৩৪.৭৪
কিংকার ও লাইমস্টোন	৬৩৪.৯৬	১১৭.৯১
ঢেউটিন, বিপি শীট, জিপি শীট ও টিনপ্লেট	১২১৯.০২	২০৯.৯৭
মেশিনারি	৩৪০৩.৬৪	২৭৭৩.৯৮
অন্যান্য লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য	৩১৬.০৪	১০৬.৫১
ভাংগার জন্য পুরাতন জাহাজ	১০৮১.১২	১৪৭.৬৯
মোটর যান	৭৭৩.৬১	২৫৩.৫১
অন্যান্য	১২৭০৫.০৭	৪৮৬৮.৭৫
মোটঃ	৪৮১৮১.৩০	১৫৫২২.৩৪